যুগান্তর

তারিখ ... 30 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম 7

আবুল বাশার হত্যাকাণ্ড

ই-হক কোচিং সেন্টারের তিন শিক্ষক ও দুই কর্মকর্তা গ্রেফতার

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর কলাবাগানে ই-হক কোচিং সেন্টারের শিক্ষক আবুল বাশার বাদশা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ কোচিং সেন্টারের তিন শিক্ষক ও তাদের দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত ৫ জন হলেন— কোচিং সেন্টারের শিক্ষক জসিম, লিটন ও জহির এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা অপু ও হাসান। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আবুল বাশার জানান, কোচিং সেন্টারের লাখ লাখ টাকা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের জের ধরে এ হত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। নিহত আবুল বাশার বাদশা দীর্ঘ ১০ বছর ধরে কোচিং সেন্টারের প্রশাসনিক কর্মকর্তার পাশাপাশি শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কোচিং সেন্টারের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখতেন তিনি। তিনি ছিলেন কোচিং সেন্টারের মালিক ইমদাদুল হকের দূরসম্পর্কের শ্যালক। কোচিং সেন্টারে শিক্ষকদের ক্লাস বণ্টনের দায়িত্ব ছিল তার। এ নিয়ে কোচিং সেন্টারের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো ছিল না। আবার ইমদাদুল হকের সাবেক জামাতা ফাহাদ আল মাসুদ অভির সঙ্গে শিক্ষক লিটন ও জহিরের সম্পর্ক ভালো ছিল। অভি কোচিং সেন্টার থেকে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছিল। এর প্রতিবাদ করেন ইমদাদুল হকের ছোট ভাই ফারুক ও নিহত শিক্ষক বাদশা। এর জের ধরে কোচিং সেন্টারের কয়েকজন শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা একাট্টা হয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারেন বলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান।